গ্রন্থ-পরিচয়

আরবী সাহিত্যসমালোচনা ।। মোঃ আবু বকর সিদ্দীক, প্রকাশক : সুলতানা প্রকাশনী, ঢাকা। প্রথম প্রকাশ : পৌষ, ১৩৯৬। মূল্য : একশত বিশ টাকা।

প্রাচীন ও আধুনিক বিশ্ব-সাহিত্যের মাঝে আরবী-সাহিত্যের রয়েছে এক গৌরবোজ্জ্বল স্থান। আরবী-সাহিত্যের ঐতিহাসিক যুগ প্রায় ষোল শো বছর। এই দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় এ-সাহিত্য বিচিত্র অভিজ্ঞতা ধারণ করে সম্মুখে অগ্রসর হয়েছে। সুদীর্ঘ যাত্রাপথে তার গতি মাঝে মধ্যে দুর্বল হয়ে পড়লেও কখনও একেবারে থেমে থাকেনি। আবার কখনও সে লাভ করেছে দুরন্ত গতি। তার সে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে বিশ্বের নানা সাহিত্য নানা যুগে গ্রহণ করেছে অনেক কিছুই। তাই সুদীর্ঘকাল থেকে আজ পর্যন্ত বিশ্বের সাহিত্যামোদীদের মধ্যে, এ-সাহিত্য পঠন-পাঠনের বিস্তর আগ্রহ বিদ্যমান। নানা ভাষা ও নানা জাতির পণ্ডিতরা এ-সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন প্রচুর। সে আলোচনার ধারাবাহিকতা রয়েছে আজও অব্যাহত।

সেই প্রাচীন জাহিলী যুগ থেকে নিয়ে ইসলামী, উমাইয়্যা ও আব্বাসী যুগে আরবী সাহিত্য বিশ্বের দরবারে এক গতিশীল ও প্রভাবশালী সাহিত্য হিসেবে স্থান করে নিয়েছিল। তারপর আরবদের রাজনৈতিক প্রভাব দুর্বল হওয়ার সাথে সাথে তাদের সাহিত্যের গতিও অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়ে। আধুনিক যুগে আরবী-সাহিত্য তার সেই প্রাচীন গৌরব ও শক্তি ফিরে পাওয়ার সাধনা চালায়। সে সাধনা অনেকাংশে সফল হয়েছে বলা চলে। আর সেই সাথে বিশ্বের সাহিত্যপিপাসুদের মধ্যে নতুন করে সৃষ্টি হয়েছে আরবী-সাহিত্য সম্পর্কে গবেষণা ও পঠন-পাঠনের প্রবল আগ্রহ।

বাংলা ভাষী লোকদের মধ্যে আরবী ভাষা-সাহিত্যের চর্চা সুদীর্ঘকাল থেকে। তবে সে চর্চার মধ্যে ধর্মীয় আবেগের প্রাধান্য বেশী। সম্পূর্ণ আবেগ নিরপেক্ষ সাহিত্যচর্চা বলতে যা বুঝায় এ ক্ষেত্রে তা অনকটা অনুপস্থিত।

এ কারণে বাংলা ভাষায় রচিত আরবী-ভাষা-সাহিত্যের তত্ত্ব ও তথ্য মূলক গ্রন্থের সংখ্যা নিতান্ত অপ্রতুল। সম্প্রতি ডঃ মোঃ আবুবকর সিদ্দীক 'আরবী সাহিত্যসমালোচনা' শীর্ষক একখানি গবেষণা মূলক গ্রন্থ রচনা করে বাংলা ভাষার এ দারিদ্র্যমোচনের চেষ্টা করেছেন। শিরোনামেই গ্রন্থটির প্রকৃতি ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়।

মোঃ আবু বকর সিদ্দীক এদেশের আরবী ভাষা-সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট গবেষক। তিনি আরবী ভাষা-সাহিত্যের সর্বোচ্চ শিক্ষার সাথে জড়িত দীর্ঘ দিনের সাহিত্যচর্চার অভিজ্ঞতার দ্বারা তিনি এ-দেশের আরবী সাহিত্যের ছাত্র, শিক্ষক ও সাধারণ পাঠকদের জন্য একখানি তথ্য নির্ভর আরবী সাহিত্যসমালোচনা গ্রন্থের প্রয়োজন অনুভব করেন। স্বীয় অনুভূতির তাগিদেই তিনি উল্লেখিত গ্রন্থখানি রচনা করেছেন।

১৫৬ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থখানি তিনি একটি ছোট্ট ভূমিকা সহ মোট দশটি অধ্যায়ে বিভক্ত করেছেন। অধ্যায়গুলি নিম্নরূপ :

১ম : আরবী সাহিত্যসমালোচনার পরিপ্রেক্ষিত ;
২য় : সমালোচনা ও সাহিত্য সমালোচনা ;
৩য় : গ্রীক ও আরবী-সমালোচনা ;
৪র্থ : আরবী-সাহিত্য সমালোচনার বিভিন্ন পর্যায় ;
৫ম : সমালোচনার শিল্প ও সিদ্ধান্ত ;
৬ষ্ঠ : সমালোচকের ব্যক্তিত্ব ও কর্তব্য ;
৭ম : সমালোচনার মূল্যায়ন ;
৮ম : আরবী সমালোচনার মূলনীতি ও তত্ত্বসমূহ ;
৯ম : সমালোচনার বিভিন্ন পদ্ধতি ও শ্রেণী বিভাগ ;
১০ম : সমালোচনায় নন্দন তত্ত্ব :

পরিশেষে একটি গ্রন্থপঞ্জীও সংযোজিত হয়েছে।

অধ্যায়গুলির শিরোনামেই আলোচিত বিষয়সমূহ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথম অধ্যায় মূলতঃ গোটা গ্রন্থে আলোচিত বিষয়ের একটি ভূমিকা স্বরূপ। গ্রীক সমাজে সমালোচনার সূচনা, নন্দনতত্ত্ব ও সমালোচনার পার্থক্য, আরবী-বালাগাত শাস্ত্র ও সমালোচনার সম্পর্ক, উমাইয়্যা–আব্বাসী যুগে আরবী

সমালোচনার অগ্রনায়কদের ভূমিকা ইত্যাদি বিষয়ের কিঞ্চিৎ আলোচনা এ অধ্যায়ে স্থান লাভ করেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আরবী-আল-নাক্‌দ, আল-তান্‌কাদ ও আল-ইন্‌াতকাদ—যা বাংলা 'সমালোচনা' শব্দের সমার্থবোধক, তার শব্দগত ও পরিভাষাগত অর্থ ব্যাখ্যাসহ 'আল-নাক্‌দ-আল-আদাবী-' বা সাহিত্যসমালোচনার একটি না,তিদীর্ঘ ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে। তাছাড়া সাহিত্যসমালোচনাও কি মৌলিক সাহিত্যের আওতাভুক্ত, সাহিত্য ও সাহিত্যসমালোচনার বিষয়বস্তু কি, সাহিত্য রুচি বা 'আল-খাওক আল-আদাবী বলতে কি বুঝায়, সাহিত্যের উপাদানসমূহ কি কি ইত্যাদি প্রশ্নের বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও সমাধানও এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে প্রচীন গ্রীক ও আরবী সমালোচনার তুলনামূলক ইতিহাস আলোচিত হয়েছে, সমালোচনার উৎপত্তি ও বিকাশ মূলতঃ প্রাচীন গ্রীক সমাজেই হয়েছে। এ কারণে তাদের ইতিহাস উপেক্ষা করে আরবী সমালোচনার ইতিহাস অপূর্ণাঙ্গ থেকে যায়। গ্রন্থকার সে দিকে লক্ষ্য রেখেই গ্রীক সমালোচনার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করেছেন। সাথে সাথে তিনি আরবী সমালোচনার উৎপত্তি এবং সাহিত্যসমালোচনা সম্পর্কে বিশিষ্ট আরব সমালোচকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামত তুলে ধরেছেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে আরবী-সাহিত্য সমালোচনার বিভিন্ন পর্যায় ও ক্রমবিকাশের ধারা আলোচিত হয়েছে। গ্রন্থকার আরবী-সাহিত্য সমালোচনার বিকাশের ধারাকে মোটামুটি পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। প্রথম পর্যায় জাহিলী যুগস—মালোচনার আদি পর্যায়। দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয় ইসলামের আবির্ভাবের সাথে সাথে। গ্রন্থকারের মতে, মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে ইসলাম সুস্পষ্ট বিধান দিয়েছে। সাহিত্য চর্চা ও সাহিত্যসমালোচনা সেই বিধানের বহির্ভূত হতে পারে না। সুতরাং এ-যুগে সমালোচনার ক্ষেত্রে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। তৃতীয় পর্যায় শুরু হয় সপ্তম শতকের শেষে উমাইয়্যা যুগে। নানা কারণে এ-যুগে সাহিত্যসমালোচনা দ্রুত বিস্তার লাভ করে। চতুর্থ যুগ শুরু হয় আব্বাসী-যুগের সূচনাকাল থেকে হিজরী অষ্টম শতকের মধ্য ভাগ পর্যন্ত। মূলতঃ এ যুগটি শুধু আরবী সাহিত্যসমালোচনার ক্ষেত্রেই নয় বরং গোটা আরব সভ্যতার স্বর্ণ-যুগ রূপে চিহ্নিত। ইবন সাল্লাম আল-

জুমাহী, আল-জাহিয, ইবন কুতাইবা, ইবন আল-মু'তাজ্জি, আল-বাকিল্লানী, কুদামা বিন জা'ফর, আবদুল কাহির আল-জুরজানী, আবু হিলাল-আল-আসকারী প্রমুখের ন্যায় অসংখ্য খ্যাতিমান আরব সমালোচকের জন্ম হয় এ-যুগে। তাঁরা আরবী-সমালোচনাকে একটি মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন। গ্রন্থকারের মতে, আবদুল কাছির আল-জুরজানীর (মৃ. ৪৭১।১০৭৮) হাতে আরবী-সাহিত্য সমালোচনা উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে। এ ক্ষেত্রে তাঁর রচিত দু'খানি গ্রন্থ 'আসরার আল-বালাগা' (অলঙ্কার শাস্ত্রের রহস্য) ও 'দালাইল আল-ই'জাজ (অননুকরণের প্রমাণ) অনবদ্য সৃষ্টি। আরবী সমালোচনার পঞ্চম পর্যায় আধুনিক যুগ। এ-যুগেয় আরবী-সমালোচনার ক্রমবিকাশের একটা সুস্পষ্ট চিত্র তিনি পাঠকদের সামনে তুলে ধরেছেন। এ-যুগে আরবী-সমালোচনা পাশ্চাত্যের সমালোচনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে যাত্রা শুরু করে এবং ধীরে ধীরে একটা স্বকীয়তা অর্জন করে। গ্রন্থকার উল্লেখিত পর্যায় সমূহের আলোচনাকালে প্রত্যেক পর্যায়ের প্রতিনিধিত্বশীল সমালোচকদের অবদানও সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য তিনি রাজনৈতিক ইতিহাসের ভিত্তিতে সাহিত্যসমালোচনার পর্যায়কে বিভক্ত করেছেন।

পঞ্চম অধ্যায়ে সমালোচনার শিল্প ও সিদ্ধান্ত আলোচিত হয়েছে। সমালোচনা কি কেবল একটি সিদ্ধান্ত বা শিল্পের একটি নিরীক্ষার নাম? গ্রন্থকার এ প্রশ্নের একটি তাত্ত্বিক উত্তর দিয়েছেন এ অধ্যায়ে। তাঁর মতে 'দোষ-গুণ চিত্রিত করার দ্বারা সমালোচকের দায়িত্ব শেষ হয় না। সমালোচক একজন মনস্তাত্ত্বিক পথ প্রদর্শক, যিনি কল্পনাকে আলো ও উষ্ণতার সম্পদ প্রদান করেন এবং সঠিক পথ নির্দেশনাও দিয়ে থাকেন।' এ অধ্যায়ে তিনি অস্কার ওয়াইল্ড, ইবন সাল্লাম আল জুমাহী, লুইস, ম্যাথু আর্নল্ড, হেযলিট প্রমুখের ন্যায় বিশ্ববিখ্যাত সমালোচকের মতামত তুলে ধরে বিষয়টি স্পষ্ট করে তুলেছেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়, সমালোচকের ব্যক্তিত্ব ও কর্তব্য। সমালোচনার জন্য সমালোচকের ব্যক্তিত্ব কতটুকু প্রয়োজন, তার ভূমিকা কি এবং সমালোচকের কর্তব্য ও তার কি কি বিষয় জানা প্রয়োজন ইত্যাদি এ-অধ্যায়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সমালোচকের কর্তব্য সম্পর্কে পাশ্চত্যের খ্যাতনামা কয়েকজন সমালোচক যেমন, সাঁৎ বুভে (Sainte Beuve), সেন্ট এ্যাক্সুবারী (Saint Exupiry), ম্যাথু আর্নল্ড (Mathew Arnold), জোসেফ

এডিসন (Joseph Addison), জুল্‌স লেমাট্র (Jules Lemaitre) প্রমুখের মতামত উল্লেখ করা হয়েছে। লেখকের মতে সমালোচনার মহান উদ্দেশ্য দু'টি: ১. ভাবের আস্বাদন ২. সমালোচনা ও তত্ত্বের প্রচারণা। এ অধ্যায়ে আরও আলোচিত হয়েছে, সাহিত্য সমালো-চনার মৌলিক আলোচনা, সমালোচনার সাথে দর্শনের সম্পর্ক, সমালোচনা-শিল্পের প্রকৃত মূল্য ইত্যাদি বিষয়।

সপ্তম অধ্যায়ে 'সমালোচনার মূল্যায়ন' ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কয়েকটি উপ-শিরোনামে বিষয়টি উপস্থাপিত হয়েছে। যথা: সমালোচনাশিল্পের গুরুত্ব, সমালোচনা ও সাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্ক, ব্যাখ্যাকারী-হিসেবে সমালোচকগণ, সমালোচনার অধ্যায়নে তুলনার পদ্ধতি, সমালোচনা ও সৃজনশীলতা, সমালোচনার মধ্যে পরস্পর বিরোধ, সাহিত্যের মূল্য-নির্ধারণের বিষয়, ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয়, সাহিত্যে সার্বজনীনতার নীতি-মালা, সাহিত্যের মধ্যকার দ্বন্দ্ব, সমসাময়িক সাহিত্য, তুলনার মানদণ্ড হিসেবে পুরাতন সাহিত্য ইত্যাদি।

অষ্টম অধ্যায়ে আরবী সমালোচনার মূলনীতি ও তত্ত্বসমূহ আলোচিত হয়েছে। লেখক আরবী-সাহিত্য সমালোচনার ষোল শো বছরের ইতিহাস আলোচনা করে এ সব তত্ত্ব ও মূলনীতি উদ্‌ঘাটন করেছেন। তিনি এ অধ্যায়ে ধারাবাহিকভাবে সাতাশটি বিষয়ের বর্ণনা দিয়েছেন।

নবম অধ্যায়ে লেখক বিশ্বসাহিত্যে প্রচলিত সমালোচনার বিভিন্ন পদ্ধতি ও শ্রেণীর উল্লেখ করেছেন। তিনি ধারাবাহিকভাবে সমালোচনার নয়টি পদ্ধতি ও পনেরোটি শ্রেণীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। এতে বিশ্ব সাহিত্যে প্রচলিত সমালোচনার নানা পদ্ধতি ও শ্রেণী সম্পর্কে পাঠকরা একটা স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে পারবে।

দশম অধ্যায়ে সমালোচনায় নন্দনতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এ-অধ্যায়ে নন্দনতত্ত্বের একটি পরিচিতি তুলে ধরে সমালোচনার সাথে তার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাছাড়া সমালোচনার নন্দনতাত্ত্বিক গোষ্ঠী-গুলির পরিচিতিও তুলে ধরা হয়েছে।

গ্রন্থখানির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে একটি গবেষণাধর্মী গ্রন্থের নিয়ম অনুযায়ী সূত্রসমূহের যথাযথ উল্লেখ। পরিশেষে একটি গ্রন্থপঞ্জীও দেওয়া হয়েছে। আরবী, উর্দু, ইংরেজী ও বাংলা ভাষার প্রায় শতাধিক মৌলিক গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন। এতে স্পষ্ট বুঝা যায় গ্রন্থকার গ্রন্থখানি রচনার পেছনে কতখানি শ্রম ব্যয় করেছেন।

আমাদের বিশ্বাস, এ-গ্রন্থ শুধু আরবী-সাহিত্যের ছাত্র, শিক্ষক ও গবেষক-দেরই উপকারে আসবে তাই নয়, বরং বাংলা ভাষী-কোন ব্যক্তি—যিনি বিশ্বসাহিত্য সম্পর্কে পড়াশুনা করেন তিনি এই গ্রন্থ থেকে যথেষ্ট উপকার পাবেন। বাংলাভাষী আরবী-সাহিত্যরসিকদের দীর্ঘ দিনের একটি অভাব এই গ্রন্থ অনেকখানি পূরণ করবে বলে আমরা মনে করি।

মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ